দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 06 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঢাবি থেকে বহিরাগত উচ্ছেদ অভিযান শুরু

সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখলে গ্রেফতারের নির্দেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বহিরাগতদের উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিশেষ করে, সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা গেলে তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাত ৮টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও এ আদেশ প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এ ব্যাপারে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবতার মুর্শেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ অভিযান শুরু হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সব শ্রেণীর মানুষের জন্য নিরাপদ জোন হিসেবে খ্যাত। আর তরুণ-তরুণীদের কাছে এটা সর্বোৎকৃষ্ট স্পট। পড়ন্ত বিকেলে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ- তরুণীরা ছুটে আসে ক্যাম্পাসে। সন্ধ্যার পর তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাদের সুড়সুড়ি মার্কা আড্ডা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণত সন্ধ্যার পর ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা হাঁটাচলা করতেন। ক্যাম্পাসের এ অবস্থা দেখে অনেক শিক্ষক হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। নৈতিকতার এমন অবক্ষয় দেখে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। ক্যাম্পাসের এ অবস্থায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

তাছাড়া রাত বাড়ার সাথে সাথে ক্যাম্পাস চলে যায় ছিন্নমূল টোকাই, ভাসমান পতিতা, চিহ্নিত দাগী সন্ত্রাসীদের দখলে। ছিন্নমূল টোকাইরা ক্যাম্পাসের যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। টিএসসি, শামসুন্নাহার হল, রোকেয়া হলের ফুটপাত, যাত্রী ছাউনিতে ভাসমান টোকাইরা ঘুমানোর জন্য জায়গা দখলের যুদ্ধে নামে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ভাসমান পতিতারা উঠে আসে টিএসসি এবং আশপাশ এলাকায়। নগরীর বিভিন্ন দাগী সন্ত্রাসী গভীর রাতে মিলিত হয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায়। ক্যাফে ক্যাম্পাস, কার্জন হল এলাকায় এসে সন্ত্রাসীরা দেখা করে। এখানে অস্ত্রের বেচা-কেনা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ধরনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্যাম্পাসে বহিরাগত উচ্ছেদ অভিযানের আবেদন জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। ক্যাম্পাসে নির্দিষ্ট কিছু স্পটে এ অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর আকা ফিরোজ আহমদ এ ব্যাপারে বলেন, এখন সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে বের হলেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। যাদের অধিকাংশই বহিরাগত। এদের কারণে পুরো অপবাদটা বহন করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের। তাছাড়া টোকাই, পতিতা, চিহ্নিত দাগী সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে এ অভিযান প্রয়োজন ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবতার মুর্শেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ অভিযান শুরু হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে।